এস এম দাররাজ হোসেন
darrajit@yahoo.com

ব্যাঙ্গালোরের সিলিকন ভ্যালি

লেখক একজন আইটি পেশাজীবী। সম্প্রতি তিনি প্রাচ্যের সিলিকন ভ্যালিখ্যাত ভারতের ব্যাঙ্গালোর সফর করেন। সেখানকার কর্মকাণ্ড দেখেছেন এবং কর্মরত আইটি পেশাজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সেসব বিষয়ই তুলে ধরেছেন কমপিউটার বিচিত্রার পাঠকদের উদ্দেশ্যে, তুলনা করেছেন বাংলাদেশের সঙ্গে। তার মুখেই শোনা যাক সামগ্রিক বিষয়টি–

দেশে ফিরে যখন লিখতে বসেছি, চোখের সামনে যেন ভাসছে ব্যাঙ্গালোরের বিশাল আইটি কর্মকাণ্ড। খুঁজতে চেষ্টা করেছি ব্যাঙ্গালোর বাসীরা কেন আইটিকে নিয়ে এতটা গর্ববোধ করে। ব্যাঙ্গালোরের আইটি পার্ককে সে দেশে 'গ্রীন সিটি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। আমরা যাকে এশিয়ার সিলিকন ভ্যালি বলে থাকি। ব্যাঙ্গালোর সিটিতে ঢোকার পর মনে হতে পারে (অন্তত আমার তা-ই মনে হয়েছে) সিঙ্গাপুরের কোনো অংশ। ব্যাঙ্গালোরে নেমে প্রথমেই খোঁজ নিলাম আইটি পার্কে কীভাবে যাওয়া যায়? ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে ২০ কিলোমিটার পথ, শহর থেকে দূরে নিরিবিলি পরিবেশে এই আইটি পার্ক। অনেকটা আমাদের সাভারের ইপিজেড-এর মতো। আমি ব্যাঙ্গালোরের যে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে গেলাম, সেখানে টিকেট নেওয়ার ব্যবস্থা, রুট নম্বর, বাস নম্বর, কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি একটা সুশৃঙ্খল এবং অটোমেটেড সিস্টেমের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। যার সর্বত্রই কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার। অথচ যাত্রীরা অনেকটা কিন্তু আমাদের গুলিস্তানের সাধারণ যাত্রীর মতোই; অথচ কোনো এলোমেলো ভাব দেখা যাচ্ছে না। আমি যখন টিকেট নিতে গেলাম দেখলাম প্রতিটি টিকেট কাউন্টার রুমে (আমাদের আন্তঃনগর বাস টার্মিনালের মতো ছোট ছোট ঘর) প্রযুক্তি সেবা নিয়ে ছেলেরা বসে আছে। ভাড়া দিলাম, স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে টিকেটের প্রিন্ট আউট এলো এবং প্ল্যাটফর্মের নম্বর অনুযায়ী দাঁড়িয়ে গেলাম। নিয়ন সাইনে প্ল্যাটফর্ম নম্বর, লাইনে দাঁড়ানো ইত্যাদিতেও প্রযুক্তির ছোঁয়া বিদ্যমান। মনে মনে ভাবলাম আমাদের গুলিস্তান কিংবা অন্যান্য আন্তঃনগর বাস টার্মিনালগুলো যদি প্রযুক্তি ব্যবহার সংবলিত এ ধরনের সেবা ব্যবস্থা থাকত তাহলে কত সুবিধাই না হতো! বাস ছাড়ার পর পাশের আসনের ব্যক্তি থেকে জেনে নিলাম কোন স্টপেজে নামতে হবে।

আইটি পেশাজীবীদের আকর্ষণীয় স্থান হচ্ছে আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি, ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্গালোর, যেকোনো আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ কিংবা সফটওয়্যার পার্ক। অর্থাৎ যেখানে প্রচুর আইটি পেশাজীবীর সমন্বয়ে বিশ্বখ্যাত আইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে অনেকটা 'One stop IT mall'-এর মতো। যেখান থেকে আইটির সব ধরনের সেবা বিশ্বের যেকোনো স্থানে মুহূর্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

ব্যাঙ্গালোরের আইটি পার্কের সামনে লেখক; পেছনে বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে।

আইটি পার্কে নামার পর আমার অনুভূতি কিছুটা নাড়া দিল– এত বিশাল বিশাল বিল্ডিং যেটা অনেকটা আমাদের বাংলাদেশে-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রর মতো। আইটি পার্কের স্বীকৃত নাম হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক টেকনো পার্ক'। এখানে দেশ-বিদেশের একশোর অধিক কোম্পানি আছে, কল সেন্টার আছে। যেখানে ব্যাঙ্গালোর ছেলেরা আইটি পার্ক থেকে আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিকে কাস্টমার সার্ভিস দিচ্ছে এবং গ্রহণ করতে পারছে খুব সহজে। এ যে কী অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না!

ব্যাঙ্গালোর সিটি ট্যুর দেওয়ার সময় আইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের বড় বড় বিল্ডিংগুলো যখন চোখে পড়ল একটা কথা মনে নাড়া দিচ্ছে, ব্যাঙ্গলোরকে কেন সিলিকন ভ্যালি বলা হয়? অর্থাৎ আইবিএম, এইচপি, ওরাকল, সিসকো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশাল বিশাল অ্যালুমিনিয়াম গ্লাস কভার্ড বিল্ডিংগুলো যেন 'IT Symbol of Bangalore' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বব্যাপী এখান থেকে বিশাল আইটির কর্মকাণ্ড ব্যাঙ্গালোর থেকেই পরিচালনা করা হচ্ছে। আমরা যে হোটেলে ছিলাম এর পাশের বিল্ডিং হচ্ছে এইচপির সফটওয়্যার ইউনিট। এই বিল্ডিংয়ের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল অফিস সময় ৮–৫টা। কিন্তু সফটওয়্যার ডেভেলপাররা অনেকটা রাত-দিন কাজে ব্যস্ত থাকে। আর আমাদের দেশে এইচপির সার্ভিস সেন্টার এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে কর্মকাণ্ডই শুরু করতে পারেনি। ওরাকলের বিশাল বিল্ডিং দেখলাম, জানলাম প্রতিষ্ঠানটি সার্বিক কার্যক্রম ব্যাঙ্গালোর থেকে পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে এই ব্যাঙ্গালোরের সাধারণ ছেলে-মেয়েরা। যারা অনেকটা আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছেলে-মেয়েদের মতো। তবে পার্থক্য একটাই, ওরা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে আর আমরা এখন পর্যন্ত আইটি গাইড লাইনই পেলাম না! কীভাবে মূল্যবান 'আইটি হিউম্যান রিসোর্স' হিসেবে বিশ্বের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব? আমরা যেটা পেয়েছি প্রচুর কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার, যার মান এবং গাইড লাইন নিয়ে আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট সমালোচনাও রয়েছে। এখানেও সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই, জবাবদিহিতা নেই।

ভারতে কমপিউটার ট্রেনিংয়ের প্রাইমারি লেভেলের সিলেবাস কী পড়ানো হচ্ছে, তার সম্যক ধারণা দিয়ে লেখাটা শেষ করব। সেখানে ট্রেন নেটওয়ার্ক এতো বিশাল যে প্রতিদিন ১০ মিলিয়ন লোক ভারতের এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে ছোটাছুটি করছে। কেউ হয়তো ট্রেনে করে অফিস করছে, কেউবা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, কেউবা ভ্রমণ করছে ৩০–৪০ ঘণ্টার লং জার্নি। এভাবে আমি যখন মাদ্রাজ বা চেন্নাই থেকে ট্রেনে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছিলাম, ট্রেনে আমার পাশের ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় হলো। সে ডিপ্লোমা করছে 'ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট'র ওপর। ওর হাতে দেখলাম হার্ডওয়্যার কোর্সের সিলেবাস। দেখলাম সিলেবাসে ডস কমান্ড অন্তর্ভুক্ত। যা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম থেকে অনেকটা বড়ই মনে হলো। আমরা উইন্ডোজ শিখতে গিয়ে ডস কমান্ড জানিনা বা ভুলতেই বসেছি। অথচ ওরা 'ডস কমান্ড প্রাইমারি লেভেল'কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। যা পরবর্তীতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন অধ্যায়ে কাজে আসবে। উল্লেখ্য, ডস জানা থাকলে পিসির ছোটখাট অনেক সমস্যা নিজেই সমাধান করা যায়।

সবশেষে বলতে হয়– ব্যাঙ্গালোরের গ্রীন সিটিভিত্তিক আইটির কর্মকাণ্ড শহরটির সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেখানে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুবিশাল সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত চারটি অট্টালিকা। যা থেকে আমাদের অনেক শেখার রয়েছে আমাদের সকল কর্মকাণ্ড যত তাড়াতাড়ি প্রযুক্তিনির্ভর করতে পারব ঠিক তত দ্রুত উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারব বলেই মনে হয়েছে।